কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনা সদর উপজেলায় ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাতে ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে নেত্রকোনা মডেল থানায় মামলাটি করেন। মামলায় রিপন মিয়াকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।

মামলার আগে নেত্রকোনা সদর উপজেলার দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বিশিউড়া গ্রামে রিপন মিয়াকে ঘিরে একটি ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। এক কিশোরীর সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা তাকে আটক করেন। পরে ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে একটি সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, সালিশে কিশোরীর ভবিষ্যৎ ও বিয়ের ব্যয় বাবদ পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার অথবা বসতভিটার জমি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পাশাপাশি রিপন মিয়াকে সাত দিনের মধ্যে গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।

সালিশে উপস্থিত এক ব্যক্তি, যিনি পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি, দাবি করেন, অভিযোগের বিষয়ে আলোচনার পর গ্রামবাসীর সম্মতিতে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে তিনি এটিকে আইনি শাস্তি নয়, বরং স্থানীয়ভাবে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার অভিযোগ, রিপন মিয়ার বিরুদ্ধে অতীতেও নারীসংক্রান্ত অনৈতিক আচরণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল। তাদের ভাষ্য, ভুক্তভোগী পরিবার আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায় শুরুতে আইনগত পদক্ষেপের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে বিচার চেয়েছিল।

অন্যদিকে রিপন মিয়ার স্ত্রী সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, পরিকল্পিতভাবে তার স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্ত, ডাক্তারি পরীক্ষা এবং ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের দাবি জানান তিনি।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, গত শনিবার রাত আটটার দিকে রিপন মিয়া ভুক্তভোগীর বাড়িতে যান। অভিযোগ রয়েছে, ওই সময় কিশোরী বাড়ির উঠানে একা থাকায় তাকে জোর করে পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পরে কিশোরীর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল খায়ের বলেন, ভুক্তভোগীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাইরাল হওয়া সালিশ বৈঠকের বিষয়টিও তদন্ত করা হচ্ছে। সালিশে কারা অংশ নিয়েছিলেন এবং সেখানে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, তা যাচাই করে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, পেশায় কাঠমিস্ত্রি রিপন মিয়া ২০১৬ সাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও নির্মাণ করে পরিচিতি পান। ‘হাই আই এম রিপন’ এবং ‘আই লাভ ইউ, এটাই বাস্তব’ সংলাপভিত্তিক ভিডিওর মাধ্যমে তিনি দর্শকদের কাছে পরিচিতি লাভ করেন।